অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য

সেফটি নেট সিস্টেম প্রকল্প (এসএনএসপি)

সার সংক্ষেপ

১। ভূমিকা

দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রান মন্ত্রণালয় (এমওডিএমআর) এর অধীনে দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) সারাদেশে ৫ (পাঁচ) টি সেফটি নেট কর্মসূচি গ্রহন করেছে যা: অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টির কর্মসূচি (ইজিপিপি), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (এফএফডব্লিউ), টেস্ট রিলিফ (টিআর), বিনাশ্রমে রিলিফ (জিআর) এবং অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য সংস্থান (ভিজিএফ)। এসব কর্মসূচির মধ্যে ইজিপিপি, এফএফডব্লিউ ও টিআর কাজের ক্ষেত্র বিষয়ক কর্মসূচি যা সম্পূর্ণ প্রকল্পের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ। এই প্রকল্পের অধীনে উপরোক্ত তিনটি কর্মসূচি বর্ষা ও অন্যান্য আকাল মৌসুমে গ্রামীন কর্মক্ষেত্র সৃষ্টির নিমিত্তে কমিউনিটি পর্যায়ে ছোট আকারের প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়ন করবে। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সেফটি নেট সিস্টেম প্রকল্প (এস এন এস পি) এর অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ উপ-প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব সামান্য, স্থানীয় ও ক্ষণস্থায়ী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আশা প্রকাশ করে যে, বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক ২০০৮ সাল থেকে ইজিপিপির মাধ্যমে এমওডিএমআর-এর প্রকল্পের উন্নয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশে ১৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। প্রস্থাবিত এসএনএসপি প্রকল্প স্বল্পকালীন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ডিডিএম-এর প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। এমওডিএমআর কর্তৃক গঠিত পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার কাঠামো (ইএমএফ) এসএনএসপি প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সকল পরিবেশগত ইস্যু সমূহ মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে। সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব ও বর্তমান পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংক এর পরিবেশগত নিরুপণ নীতি (ওপি/বিপি ৪.০৮) এই প্রকল্পে বিবেচনা করা হয়েছে। অবকাঠামোর আকার এবং পরিবেশগত প্রভাবের প্রকৃতি ও বিস্তারের ভিত্তিতে এসএনএসপি প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংক এর নীতিমালা অনুযায়ী 'বি' ক্যাটেগরি এবং ডিওই এর নীতিমালা অনুযায়ী 'মাঝারি ঝুঁকিপূর্ণ' ক্যাটেগরি।

বিশ্ব ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নে সকল প্রকল্প বিশ্ব ব্যাংক এর কর্মনীতি এবং এসএনএসপির আওতাধীন প্রকল্প সমূহে অর্থায়নের উপযোগী করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক এর পরিবেশগত নিরাপত্তা নীতি ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ আইন অনুযায়ী পরিচালিত হতে হবে। এই পরিবেশগত

ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ) ডিডিএম-এর ইজিপিপি প্রকল্পধীন এফএফডব্লিউ, টিআর ও জিআর এর সকল উপ-প্রকল্প সমূহ বাস্তবায়নে সাধারন নীতি ও কর্মপন্থা নির্ণয়ে সহায়তা করবে। এই পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা রিপোর্ট তৈরিতে কিছু প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত নিরাপত্তা পদ্ধতি যেমন: মাঠ পরিদর্শন, বিভিন্ন স্তরের আলোচনা, পরিবেশগত নিরাপত্তা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নের গুনগত ও পরিমাণগত পর্যালোচনা এবং নিরাপত্তা নীতি বাস্তবায়নের সক্ষমতাকে বিবেচনা করা হয়েছে।

ইএমএফ অনুযায়ী সকল উপ-প্রকল্প সমূহের একটি পরিবেশগত সমীক্ষা প্রয়োজনীয়। এই বাবস্থাপত্র অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শক (এফএস) এবং ইউনিয়ন পরিষদ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (ইউপি-পিআইসি) সকল উপ-প্রকল্প সমূহের পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণের উদ্দেশ্য প্রকল্পের পরিকল্পনা স্তরে পরিবেশগত যাচাই সম্পন্ন করবে। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ইএমপি)র পরিবর্তে প্রত্যেক উপ-প্রকল্প একটি পরিবেশগত বিধির অনুশীলনসমূহ (ইসিপি) গ্রহন করিবে। ইসিপি সমূহ প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রয়োগ নিশ্চিতকরনে কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

প্রকল্পের প্রতিটি স্তরে পরিবেশকে বিবেচনা করাই এই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ইএমএফ)র প্রধান উদ্দেশ্য। এই ইএমএফ এর নীতি, নির্দেশনা ও পদ্ধতি উপ-প্রকল্প সমূহের বিশ্ব ব্যাংকের নিরাপত্তা নীতি অনুযায়ী বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করে। বিশেষভাবে, ইএমএফ এর লক্ষ্যসমূহ: (১) সম্ভাব্য পরিবেশগত নীতিবাচক প্রভাবসমূহের হ্রাস, (২) ইতিবাচক প্রভাবসমূহের বৃদ্ধি এবং (৩) কমিউনিটির সহায়তায় পরিবেশের প্রভাব মোকাবেলায় ডিডিএমের ক্ষমতা বৃদ্ধি। ইএমএফটি কমিউনিটি এবং উপ-প্রকল্প পর্যায়ের পরিবেশগত বিষয়সমূহ নির্ধারণ ও এর নীতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা করতে সহায়তা করে। যদিও নীতিবাচক প্রভাবসমূহ তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত:

- জমির উপরিভাগের ক্ষতি ও ক্ষয়সাধণ
- প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য জলাবদ্ধতা
- যত্রতত্র বর্জ্য ফেলা
- গাছ কাটা
- সাময়িক শব্দ ও বায়ু দূষণ
- জীববৈচিত্রের বিনাশ
- ভূ-উপরিভাগ পানির গুনগত মানের সাময়িক অবনতি এবং
- জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব (শ্রমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবাহিত রোগের বিস্তার)।

প্রকল্পটি গ্রামীন কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তিনটি সেফটি নেট কর্মসূচির অধীনে বর্ষা ও অন্যান্য আকাল মৌসুমে কমিউনিটি পর্যায়ে ছোট আকারের প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়ন করবে। এই প্রকল্পের অধীনে প্রধান গ্রামীন অবকাঠামো সমূহ:

১) গ্রামীন রাস্তা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (প্রধানত মাটির রাস্তা)
২) নদীর বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ
৩) সেচের নালা/ড্রেইন খনন অথবা পুনঃখনন
৪) কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, মসজিদ, প্যাগোডা, মন্দির, কবরস্থান, ঈদ্গাহ, ইত্যাদি) মাটি ভরাট
৫) সাইক্লোন মুহূর্তে গবাদি পশুর জন্য মাটির আশ্রয়স্থল নির্মাণ
৬) পুকুর ও মাছের খামার পুনঃখনন
৭) জৈবিক সার উৎপাদন
৮) গ্রামীন বাজার ও হেলিপাডের উন্নয়ন
৯) জলাধারের খনন অথবা পুনঃখনন এবং
১০) পুকুর ও ঝোপ পরিষ্কার

এই প্রকল্পের অন্যান্য কর্মসমূহের মধ্যেঃ বাংলাদেশের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তথ্য সমৃদ্ধের (৪০ মিলিয়ন ইউএস ডলার) উন্নয়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম) এর শক্তিশালীকরন এবং সংকট ও দুর্যোগকালীন সময়ে ২ টি সেফটি নেট কর্মসূচিতে খাদ্য অনুদান।

এই প্রকল্পের তিনটি প্রধান অংশ। প্রথম দুইটি: বাংলাদেশের দরিদ্র তথ্য সমৃদ্ধের উন্নয়ন ও ডিডিএম এর শক্তিশালীকরন এবং স্বচ্ছতা। এই দুইটি অংশের কোন পরিবেশগত প্রভাব অনুমান করা যায়না। তৃতীয় অংশটি পাঁচটি সেফটি নেট কর্মসূচি বহন করবে যার ভিজিএফ ও জিআর শুধুমাত্র সংকট ও দুর্যোগকালীন সময়ে খাদ্য যোগান দিবে। অপর তিনটি সেফটি নেট কর্মসূচির (ইজিপিপি, এফএফডব্লিউ ও টিআর) অধীনে বর্ষা ও অন্যান্য আকাল মৌসুমে কমিউনিটি পর্যায়ে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ছোট আকারের গ্রামীন প্রাথমিক অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়ন করবে। এফএফডব্লিউ এর অধীনে প্রধানত গ্রামীন রাস্তা, নদীর বাঁধ ও সেচের নালা/ড্রেইন নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; টিআর এর অধীনে কমিউনিটি প্রতিষ্ঠানে (স্কুল, মসজিদ, প্যাগোডা, মন্দির, কবরস্থান, ঈদগাহ, ইত্যাদি) মাটি ভরাট ও পুকুর ও ঝোপ পরিষ্কার। ইজিপিপি ইতিমধ্যেই বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় মাটি সম্পৃক্ত কর্মসূচি গ্রহন করেছে।

২। পরিবেশগত নীতি, ধারা ও কৌশল

পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষনের জন্য যেসব গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ও বিশ্ব ব্যাংকের আইন ও নীতি সমূহ বিবেচনা করা হয় তা নিম্নে দেওয়া হল:

১) প্রাসঙ্গিক সরকারী নীতি, ধারা, আইন ও কৌশল

১.১) পরিবেশ সংরক্ষন আইন (ইসিএ), ১৯৯৫
১.২) পরিবেশ সংরক্ষন বিধিমালা (ইসিআর), ১৯৯৭

১.৩) পরিবেশ নীতি, ১৯৯২
১.৪) পরিবেশগত কর্ম পরিকল্পনা, ১৯৯২
১.৫) জাতীয় পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, (এনইএমএপি), ১৯৯৫
১.৬) বাংলাদেশ প্রাণী আদেশ ১৯৭৩ (১৯৯৪ সালে পরিবর্তন)
১.৭) জাতীয় পানি নীতি, ১৯৯৯
১.৮) জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০০১ (অনুমোদন ২০০৪)
১.৯) জাতীয় মাছ নীতি, ১৯৯৯
১.১০) মাছ সংরক্ষন আইন, ১৯৮৫
১.১১) জাতীয় কৃষি নীতি, ১৯৯৯
১.১২) বাঁধ ও পানি নিষ্কাশন আইন, ১৯৫২
১.১৩) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল
১.১৪) বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প ও উন্নয়নমূলক প্রকল্প, ১৯৯৭ এবং
১.১৫) এলজিইডি কৌশল নীতিমালা ও ইসিপি।

২) বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশগত নিরাপত্তা নীতিমালা

২.১) ওপি/বিপি ৪.০৪ প্রাকৃতিক আবাসস্থল
২.২) ওপি/বিপি ৪.১১ ভৌত ও সংস্কৃতিক সম্পদ
২.৩) ওপি/বিপি ৪.৩৬ বন
২.৪) ওপি/বিপি ৪.১২ অনৈচ্ছিক পুনর্বাসন এবং
২.৫) বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতিমালা।

৩। নমুনা উপ-প্রকল্প ও পরিবেশের বর্ণনা

ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার মল্লিকবাড়ি ও উথুরা ইউনিয়নের নিম্নোক্ত দুইটি উপ-প্রকল্পকে নমুনা উপ-প্রকল্প (উপ-প্রকল্প নং ১ ও ৮) হিসাবে গৃহীত হয়েছে। উপ-প্রকল্প নং ১ এর অধীনে: ক) রমজানের বাড়ি থেকে শামসুদ্দিনের বাড়ি ভায়া পাগলার ভিটা পর্যন্ত ১ কিমি মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, মল্লিকবাড়ি ইউনিয়ন; খ) বিরেনবাবুর বাড়ি থেকে পণ্ডিত পাড়া পর্যন্ত ২ কিমি মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, মল্লিকবাড়ি ইউনিয়ন; গ) নয়নপুর পূর্ব পাড়া থেকে ৯ নং পাকা রাস্তা পর্যন্ত ১.৫ কিমি মাটির রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ, মল্লিকবাড়ি ইউনিয়ন এবং উপ-প্রকল্প নং ৮ এর অধীনে: ক) চান্দের বাজার উন্নয়ন, উথুরা ইউনিয়ন; খ) ছামিয়াদি বাজার উন্নয়ন, উথুরা ইউনিয়ন। নিম্নে নমুনা উপ-প্রকল্প সমূহের পরিবেশের বর্ণনা করা হলঃ

<u>ভৌত পরিবেশ:</u> বাংলাদেশকে কয়েকটি জলবায়ু ভিত্তিক জোনে ভাগ করা হয়েছে। উপ-প্রকল্পটি দক্ষিন-মধ্যাঞ্চল জলবায়ু জোনে অবস্থিত যেখানে ২০০০ - ২০১০ মধ্যবর্তী সময়ে মাসিক গড় সর্বচ্চ

ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৩২.৬ এবং ১০.১^{0}C, বৃষ্টিপাত ০-৬৩৫মিমি, আর্দ্রতা ৭০-৭৫%। উপ-প্রকল্পটি ব্রম্মপুত্র নদের অববাহিকায় অবস্থিত। এলাকাটির ভূমির গড় উচ্চতা প্রায় ১৪.১মি পিডব্লিউডি। সমতল ও প্রাকৃতিক জলাধার, পুকুর এবং খাল অবস্থিত। উক্ত এলাকাটি ভূমিকম্প জোন-২ তে অবস্থিত যা মাঝারি তীব্র থেকে মাঝারি ভূমিকম্পের দুর্যোগ প্রবণ। সুতিয়া, কাওরাইদ, লাঠি ও বাজুয়া নামক ছোট নদীগুলো ভালুকা উপজেলা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এইসব নদী ও অন্যান্য ভূ-উপরিভাগ পানির উৎস সমূহ জমিতে কীটনাশক ও সার প্রয়োগের ফলে দূষিত। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ভূ-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫মি নিচে এবং আয়রন ও আর্সেনিক উপস্থিতির জন্য স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরুপ। বায়ু দূষণের উৎস সমূহের মদ্ধেঃ ডিজেল ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া, রাস্তার ধূলা ও স্বালানির ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। অপরদিকে, অল্প মাত্রার শব্দ দূষণ হয় প্রধানত ইঞ্জিন চালিত নৌকা, কোলাহল, ধান/গম কল এবং স্বল্প সংখ্যক যানবাহন থেকে।

জীব পরিবেশ: জলাধার, বাড়ী সংলগ্ন গাছপালা ও রাস্তার ধারের গাছপালা এসবের মধ্যেই এলাকার আবাসস্থল সীমাবদ্ধ। অসংখ্য বহুমুখী গাছপালা যেমন: কাঁঠাল, আম, সীল কড়ই, শিশু, মেহেগনি, কলা, পেঁপে, বাঁশ এলাকাতে উল্লেখযোগ্য। জলজ ও স্থলজ এই দুই ধরনের প্রাণী এখানে বিদ্যমান। পাখিদের মধ্যে কাক, কাকাতুয়া, শালিক, মাছরাঙা ও ঘুঘু উল্লেখযোগ্য। বন্য প্রানীর ভেতর শিয়াল, গেছো বিড়াল, সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদি পাওয়া যায়। স্থানীয় নদী, পুকুর ও খাল গুলো বিভিন্ন মিঠা পানির মাছের আবাসস্থল। এলাকাবাসীর মতে অত্র এলাকার নিকটে কোন অভয়রন্য নাই।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ: অত্র এলাকার সামাজিক ও সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার মতই। স্থানীয় জনগনের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলিম এবং অবশিষ্ট শতকরা ১০ ভাগ হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারী। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে উথুরা ইউনিয়নের সর্বমোট জনসংখ্যা ২৮,১৩৮ (পুরুষ ১৩,৮৮৮ ও নারী ১৪,২৯০); সর্বমোট ইসলাম ধর্ম অনুসারী ২৭,১৩৪ ও বাকীরা হিন্দু/অন্যান্য ধর্মের। কৃষি, কৃষি শ্রম, জেলে, দিন মজুরী, হকার, ব্যাবসা, মুদি দোকান, চাকুরী, জমি বর্গা ও বাড়ী ভাড়া এলাকার জনগনের আয়ের প্রধান উৎস। সর্বমোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭০ ভাগ কৃষি, ২০ ভাগ ব্যাবসা, ৫ ভাগ চাকুরী ও ৫ ভাগ বেকার।

৪। গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত প্রভাব

যদিও এসএনএসপি-র অধিকাংশ কর্মসূচির পরিবেশগত প্রভাব নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী তারপর কিছু প্রভাবকে সতর্কতার সাথে মোকাবেলা করা জরুরী। মাঠ পরিদর্শন অনুযায়ী সকল কর্মসূচির সফল

বাস্তবায়ন ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করণে কমিউনিটির অংশগ্রহণ, মালিকানা এবং সর্বোপরি সঠিক স্থান নির্ধারণ খুবই গুরত্বপূর্ণ। অবকাঠামোর ধরনের উপর ভিত্তি করে ২টি উপ-প্রকল্প চিহ্নিত করে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা এই প্রতিবেদনে দেওয়া হয়েছে (অধ্যায় ৪)। উপ-প্রকল্প সমূহের (১ - ১০) কিছু সাধারন নীতিবাচক প্রভাব সমূহ: ১) কৃষি জমির উপরিভাগের ক্ষতি ও ক্ষয়সাধণ, ২) গাছপালার বিনাশ, ৩) বন্য প্রাণীর শান্তি বিনষ্ট, ৪) বায়ু দূষণ, ৫) শব্দ দূষণ, ৬) পানি দূষণ, ৭) বর্জ্য নিষ্কাশন এবং ৮) জনগন ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা।

৫। পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কাঠামো

অত্র ইএমএফ-টি নির্দিষ্ট কর্মসূচি গ্রহন করার পূর্বেই জনগনের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে কিছু সাধারন প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব চিহ্নিত করণের মাধ্যমে এর প্রতিকার, পর্যবেক্ষণ ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণের সুবিধার্থে গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্ব ব্যাংকের পরিবেশ আইন ও নীতি সমূহের সাথে সঙ্গতি রেখে একটি কাঠামো প্রদান করে যা: ১) উপ-প্রকল্প সমূহের ইতিবাচক ও নীতিবাচক প্রভাব গুলিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত ও পর্যালোচনা করে, ২) ইতিবাচক প্রভাব গুলোর বৃদ্ধির উপায় বের করে এবং ৩) যথাযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্থার মাধ্যমে মানানসই পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। ইএমএফ এর উদ্দেশ্য অনুযায়ী, উপ-প্রকল্পের কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন যেসকল নীতির উপর ভিত্তি করে তা অধিকাংশ সময়েই প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়নে প্রয়োগ হয়।

কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ সমীক্ষার মাধ্যমে এর সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে ধারনা গ্রহন প্রত্যেক প্রকল্পের পরিকল্পনা ধাপের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই পরিবেশ সমীক্ষার মাধ্যমে সকল নীতিবাচক প্রভাবের হ্রাস অথবা ভালো দিকগুলোকে বৃদ্ধি করাই প্রধান লক্ষ্য। একটি কমিউনিটি আলোচনা সভা প্রস্তাব করে যে, মাঠ পরিদর্শক ও ইউপি-পিআইসির তত্বাবধানে কমিউনিটি নিজেই অগ্রাধিকার কমিউনিটি নির্বাচন ও পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত করণে কাজ করবে। একইসাথে, তারা উপ-প্রকল্প ভিত্তিক পরিবেশগত বিধির অনুশীলন (ইসিপি) সমূহের পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রকল্পের ডিজাইন ও বাস্তবায়নে পরিবেশগত প্রভাবের প্রতিকার/প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করবে।

এসএনএসপির ক্ষেত্রে প্রাথমিক সমীক্ষার ফলাফলের উপরেই উপ-প্রকল্পের অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে এবং প্রাথমিক সমীক্ষার মাপকাঠি পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রাথমিক সমীক্ষা ফরম ব্যাবহারের মাধ্যমে ইউপি-পিআইসি উপ-প্রকল্পের গুরত্বপূর্ণ ইতিবাচক/নীতিবাচক প্রভাব গুলি চিহ্নিত করবে যা প্রকল্পের কারনে উদ্ভূত পরিবেশগত নীতিবাচক প্রভাবের প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহনে ভূমিকা রাখবে। উপজেলা মাঠ পরিদর্শক প্রাথমিক সমীক্ষা গুলি মূল্যায়ন এবং প্রকৃত বাজেট সহ প্রতিকারের সঠিক উপায় প্রস্তাব করবে।

এসএনএসপি বাস্তবায়নের প্রতিটি ধাপেই উপদেশ এবং তত্বাবধান প্রদান করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পর্যাবেক্ষন এবং পরিবেশের উপর নীতিবাচক প্রভাবের প্রতিকার করাই ইউপি-পিআইসির প্রাথমিক দায়িত্ব। প্রয়োজনে তারা ইএমপি বাস্তবায়ন করবে। উপজেলা কমিটির (ইউসি) পক্ষ থেকে মাঠ পরিদর্শকের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রত্যেক উপজেলাতে প্রকল্প তত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করবে। উপজেলাতে একজন পিআইও এবং ডিডিএম-এ উপ প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) প্রকল্প ভিত্তিক প্রাথমিক পরিবেশ সমীক্ষা ও ইএমপির তথ্য সমূহ সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করবে।

প্রাকৃতিক সম্পদের ক্ষতি না করে প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে কাঙ্ক্ষিত সুবিধা নিশ্চিত করা পরিবেশ মনিটরিং এর লক্ষ্য। এসএনএসপি মনিটরিং এর একমাত্র দায়িত্ব ইএমপির বাস্তবায়ন। সাধারনত পিআইও মাঠ পরিদর্শনের সময় নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহন করবে: ক) জমির উপরিভাগের ক্ষতি ও ক্ষয়সাধণ, খ) প্রাকৃতিক পানি নিষ্কাশন ব্যাবস্থা এবং প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা, গ) যত্রতত্র বর্জ্য ফেলা, ঘ) গাছ কাটা, ঙ) সাময়িক শব্দ ও বায়ু দূষণ, চ) জীববৈচিত্রের ক্ষতিসাধন (আবাসস্থল), ছ) ভূ-উপরিভাগ পানির গুনগত মানের সাময়িক অবনতি এবং জ) জনস্বাস্থ্যের উপর প্রভাব (শ্রমিকদের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিবাহিত রোগের বিস্তার)। প্রকল্প মনিটরিং ও পর্যালোচনা (এম&ই) পদ্ধতি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির (এমআইএস) মাধ্যমে মাঠ মনিটরিং এর তথ্য সংগ্রহ করবে।

পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাবকে এড়িয়ে এসএনএসপি প্রকল্পের পরিকল্পনা, ডিজাইন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ধাপে নির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্য ইসিপি গঠন করা হয়েছে। বিধিগুলো প্রকল্পের তিনটি ধাপে বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান, ঠিকাদার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অনুসরণের জন্য পদ্ধতি ও কার্যপ্রনালী আলোচনা করে। ইসিপির দেওয়া নিরীক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী পরিবেশগত ব্যবস্থাপত্র বাস্তবায়ন মনিটর করা হবে। বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) প্রনয়নের সময় ইসিপির চেকলিস্ট অনুযায়ী প্রকল্পের তিনটি ধাপ পরীক্ষা করা হবে। সর্বমোট ১৪টি ইসিপি। যা নিম্নে দেয়া হলঃ

১. প্রকল্প পরিকল্পনা ও ডিজাইন ধাপ
২. স্থান প্রস্তুতকরণ-ভরাট মাটি সংগ্রহ জায়গা
৩. জমির উপরিভাগ সংরক্ষন
৪. সংগ্রহ ও প্রতিস্থাপন
৫. ঢাল দৃঢ় করন ও ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ
৬. বর্জ্য ব্যাবস্থাপনা
৭. জলাশয়
৮. পানি নিষ্কাশন
৯. শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

১০. পরিবেশ মনিটরিং ও নিরীক্ষা
১১. বৃক্ষ রোপণ
১২. সার উৎপাদন
১৩. প্রাকৃতিক আবাসস্থল এবং
১৪. পরিবেশগত বিভিন্ন দিক আলচনা

৬। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও দক্ষতা বৃদ্ধি

এমওএফডিএম এর ডিএমআরডি একটি প্রকপ্ল বাস্তবায়ন দলের সহায়তায় প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে। উক্ত দলের প্রধান থাকবেন একজন প্রকল্প পরিচালক (পিডি) যার পদবী যুগ্ম সচিবের নীচে নয়। এসএনএসপি প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় থেকে মাঠ পর্যায়ে নিম্নোক্ত ভাবে গঠিত হবে।

প্রকল্প ব্যাবস্থাপনায় জাতীয় পর্যায়ে তিনটি প্রধান দল কাজ করবে: ১) সচিব, ডিএমআরডি-এমওএফডিএম এর নেতৃত্বে জাতীয় পরিচালনা কমটি (এনএসসি), ২) প্রকল্প পরিচালক, এসএনএসপি এর নেতৃত্বে প্রকল্প কৌশল পর্যালোচনা (টিপিআর) কমিটি এবং ৩) প্রকল্প পরিচালক, এসএনএসপি এর নেতৃত্বে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর।

জেলা পর্যায়ে, জেলা ত্রান ও পুনর্বাসন অফিসার (ডিআরআরও) এর সহায়তায় জেলা প্রশাসক (ডিসি) প্রকল্প পরিদর্শন ও ব্যবস্থাপনায় সমন্বয় করবেন। একটি জেলা কমিটিতে জেলা প্রশাসক (ডিসি) প্রধান ও ডিআরআরও সদস্য সসচিব থাকবেন। প্রকল্প বাস্তবায়নে উপজেলা হবে প্রধান কেন্দ্র। উপজেলা কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সামগ্রিক ব্যাবস্থা গ্রহন করবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) এর মাধ্যমে উপজেলা কমিটি (ইউসি) সমগ্র পরিকল্পনা ডিসির নিকট অনুমতির জন্য পেশ করবেন। উপজেলা পরিকল্পনাতে ইউনিয়ন ভিত্তিক প্রকল্প পরিকল্পনা ও উপকৃত জনগোষ্ঠীর বর্ণনা থাকবে। ২০ কার্যদিবসের মধ্যে ডিসি কর্তৃক কোন মতামত গ্রহন না করা সাপেক্ষে উক্ত প্রস্তাবনার পরিকল্পনা/অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বলে গণ্য হবে। ইউনিয়ন পরিষদ পর্যায়ে উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইউনিয়ন কমিটির প্রধান হবেন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পন্ন করবেন। প্রকল্পটি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটি প্রকল্প ভিত্তিক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠন করতে পারবেন।

এই অংশে ইএমএফ এর বাস্তবায়নে বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা পরিমাপের বর্ণনা করা হয়েছে। ইহা পরিমাপ করতে সক্ষম: ১) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক গঠন এবং ইহার বিভিন্ন স্তরের কর্তৃপক্ষ, ২) ইএমএফ পরিচালনায় কর্মচারীগণের সংখ্যা ও তাঁদের যোগ্যতা, ৩)

কর্মচারীদের কাজের উপকরন সরবরাহ এবং ৪) ছোট আকারের অবকাঠামোর প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত পর্যালোচনা ও প্রতিকারের জ্ঞান এবং অভিঙ্গতা।

ইএমএফ ইউপির প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা খুবই সীমিত। একমাত্র সম্পাদক ছাড়া; যিনি ইউনিয়নের সকল কাজের খোঁজ রাখেন; বাকি ৮জন জনপ্রতিনিধি সেহেতু ইউপিতে পর্যাপ্ত দক্ষতা থাকেনা। কিন্তু প্রকল্পের সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে ইউসি গঠিত হবে যেন পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে। প্রশিক্ষিত উপজেলা কমিটির অফিসারগণ ইউপির সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য প্রতিনিধিদের ইজিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের কারনে পরিবেশগত পর্যালোচনা ও ব্যবস্থাপনায় সীমিত অভিজ্ঞতা রয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়টি ডিডিএমের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এফএস ও পিআইওদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উপরন্তু, এই প্রকল্পের অধীনে কর্ম নির্দেশিকা, যাচাই ও ইসিপি পরিচিতির প্রোগ্রাম গ্রহন করা হয়েছে।

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংস্থা প্রধানত দুর্যোগ ও জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য দায়ী। পরিবেশগত সমস্যা সমাধান তাদের কর্ম আওয়াতার বাহিরে। উপরন্তু, প্রকল্পের সাথে জড়িত অন্যান্যদের পরিবেশ ব্যবস্থাপনায় সীমিত জ্ঞান রয়েছে। সেহেতু, পর্যাপ্ত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এসএনএসপি প্রয়োজনীয় উপাদান নিশ্চিত করবে যা প্রকল্পের বাহিরে আর অনেককে দক্ষ করে তুলবে। স্থানীয় উদ্যোগতাদের মধ্যে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব ব্যবস্থাপনায় এসএনএসপি আর উন্নত ভূমিকা রাখবে। উক্ত দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ইএমএফ বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত অনুশিলনের মাধ্যমে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করবে: ১) মৌলিক অনুশীলনসমূহ: কাজের সম্ভাব্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা নির্ণয়, ২) পরিবেশ: পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব হ্রাসে প্রকল্প বাস্তবায়নের সঠিক স্থান নির্বাচন, ৩) মনিটরিং এবং অভিযোগের ক্ষতিপূরণ: স্বচ্ছতা এবং জনগনের অংশগ্রনের মাধ্যমে প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচীটি এসএনএসপির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। পরিবেশের বিভিন্ন দিকে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুতের জন্য আহ্বান করা হবে। ব্যয় সংকুলানের জন্য সামাজিক কাঠামো ও ইএমএফ সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশিক্ষণ সম্মিলিতভাবে আয়োজন করা হবে। এসএনএসপি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন দলের ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুর প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণের বিষয় ও অন্যান্য উপকরণ প্রশিক্ষণের পূর্বেই নির্ধারণ করা হবে। কমিউনিটি পর্যায়ের ন্যায় বিশাল আকারের প্রশিক্ষণের পূর্বে প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (টিওটি) নিশ্চিত করতে হবে। টিওটি

অনুযায়ী কিছু নির্বাচিত গোষ্ঠী যাদের কমিউনিটিতে আলাদা গুরুত্ব রয়েছে তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ পূর্বক কারিগরি ও পাঠ্য শিক্ষার সমন্বয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে যেন তারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজ উদ্যোগে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে পারে। এক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ের ব্যক্তিগণ ইউনিয়নের প্রকল্প কর্মচারী ও এনজিওদের প্রশিক্ষক হতে পারেন।

দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ড এসএনএসপির আলাদা একটি অংশ গঠন করবে যেখান থেকে ইএমএফ বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত উপকরণ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ইএমএফ বাস্তবায়নে যেসব উপকরণ প্রয়োজনীয়: ১) প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, ২) ইএমএফ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, ৩) উপ-প্রকল্পের এলইএ তৈরিতে যথেষ্ট বরাদ্দ এবং ৪) বার্ষিক পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা।

এসএনএসপি প্রকল্পের আওতাধীন সকল শ্রমিকদের অভিযোগের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে একটি অভিযোগের ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি চালু থাকবে। সেক্ষেত্রে উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও), জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসক (ডিসি) এবং ডিডিএম-এ উপ-প্রকল্প পরিচালক (ডিপিডি) অভিযোগ প্রতিকার অফিসার (জিআরও) হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিটি পর্যায়েই একটি অভিযোগ প্রতিকার রেজিস্ট্রি খাতা থাকবে যেখানে সকল অভিযোগ লিপিবদ্ধ করে আবেদনকারীকে রসিদ প্রদান করা হবে। সকল অভিযোগ ১৫ দিনের মধ্যে নিস্পত্তি করতে হবে এবং আবেদনকারী পুনরায় বিচারের জন্য আপিল করতে পারবেন। গ্রামের কমিউনিটি অথবা ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ কর্তৃক সকল পরিবেশগত অভিযোগ উপজেলা জিআরও মনিটরিং ও প্রতিবেদনের দায়িত্বে থাকবেন। উপজেলা পর্যায়ে উক্ত জেলার ডিসি এবং প্রকল্পের ডিপিডি জেলার উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হবেন। এমওডিএমআর এর সচিবকে প্রধান করে গঠিত জাতীয় পরিচালনা কমিটি (এনএসসি) সর্বোচ্চ আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে গৃহীত হবেন। অভিযোগ গ্রহণের এবং তা প্রতিকারের সকল পদ্ধতি উদ্ভাবনে ডিডিএম কাজ করবে।

৭। জনমত যাচাই ও প্রকাশ

সমন্বিত পরিবেশ ও সামাজিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, প্রকল্প প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সকলের অংশগ্রহণে পরামর্শ সভা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ও কৌশল। প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির (পিএপি) মতামতকে বিবেচনায় রাখতে হবে যা এসএনএসপির পরবর্তী উপ-প্রকল্প সমূহের প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে। স্টেকহোল্ডারদের পরামর্শ সভার মাধ্যমে স্থানীয় জনগন ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ মতামত গ্রহন করা হবে যা পরিবেশগত নীতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় প্রকল্প পরামর্শে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ইএমএফ প্রস্তুতিতে ২৪ মার্চ ২০১৩ ইং তারিখে মাঠ পর্যায়ে তিনটি জনমত যাচাই সভা করা হয়েছে। যার মধ্যে একটি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার মল্লিকবাড়ি ইউনিয়নের নয়নপুর

গ্রামে এবং অপর দুইটি উখুরা ইউনিয়নের বনগাঁও চান্দের বাজার ও ছামিয়াদি বাজারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত আলোচনা সভাগুলোতে সর্বমোট ৮৭জন উপস্থিত ছিলেন। অংশগ্রহণকারীরা একইসাথে আনন্দিত ও অবাক হয়েছিলেন যে প্রকল্প প্রনয়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব প্রতিকারে তাদের মতামত গ্রহন করা হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক ইস্যু গুলো সঠিক ও স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যৎ জনমত যাচাই সভা করার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী এসএনএসপি প্রকল্পের ইএমএফ প্রস্তুতের পর প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই জনসাধারনের জন্য প্রকাশ করতে হবে। ইএমএফ টি জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশের ফলে বিভিন্ন পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সমূহের উপর জনগন ও স্টেকহোল্ডাররা মতামত দিতে পারবেন যার মাধ্যমে অনুমোদন দলটি প্রস্তাবিত কাঠামোটি প্রয়োজনমত আরও শক্তিশালী করতে পারবেন। পরিশেষে, বিশ্ব ব্যাংকের ‘জনমত যাচাই ও প্রকাশ নীতি' অনুযায়ী উক্ত নথিটি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বিশ্ব ব্যাংকের ‘ইনফো শপ’ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ পাবে।